Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১২ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 29th Oct. 1958 { ২৪শ সংখ্যা

৭ই কার্ত্তিক ১৮৮০ শকাব্দ

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. 3884R 3

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ

আমরা চিরন্তন প্রথামত আমাদের গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী জনগণের প্রত্যেককে মর্য্যাদানুসারে প্রণাম, নমস্কার ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

পাকিস্থানে ইমানদারী !

—০—

একখানি সুবিখ্যাত দৈনিক সংবাদ পত্রে দেখা গেল—

"পাকিস্থানের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মজুত খাদ্য-শস্যের পরিমাণ জানাইবার জন্য আদেশ প্রচারের পরে পশ্চিম পাকিস্থানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিন-জন দিকপাল নিজ নিজ গোলায় মোট তিন লক্ষ মণ গম মজুতের হিসাব দিয়াছেন। পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুনের গোলায় আছে প্রায় ৮৪ হাজার মণ, পশ্চিম পাকিস্থানের পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী মিঃ মজঃফর আলি খাঁ কিজ্লাবাসের গোলায় প্রায় পৌনে দুই লক্ষ মণ, কেন্দ্রীয় সরকারের আর একজন পদচ্যুত মন্ত্রী সৈয়দ হাসান মহম্মদের গোলায় আছে প্রায় ৪৫ হাজার মণ। পাকিস্থানে কিছুদিন যাবত রীতিমত খাদ্যসঙ্কট চলিতেছে। তৎসত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্ণধারগণ যে এরূপ বিরাট পরিমাণে গম মজুত করিয়া রাখিয়াছেন একথা কে কল্পনা করিয়াছিল ?"

১৯৪৭ অব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে **স্বাধীনতা দেবী** (১) ভারত (২) পাকিস্থান নামক দুইটি যমজ সন্তান প্রসব করেন। যমজ সন্তানদের একটি যদি অসুস্থ হয় তবে অপরটিও সেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অসুস্থতা ভোগ করে। ভারতের শাসন কর্ত্তাগণ ভারতকে আদর্শ রাম রাজ্যের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। ভারতবাসিগণ গত এগার বৎসর হইতে যে "রঘুপতি-রাঘব-রাজা রামের" শাসনের মত সুশাসন ভোগ করিতেছে তাহাতে সে শাসনকে পাকিস্থানের মত সামরিক শাসন বলিলে অন্যায় বলা হয় না। রাজা রামচন্দ্রের সমর বিভাগের প্রধান অধিকর্ত্তা ছিলেন মহাবীর মারুতি। পাকি-স্থানে বর্ত্তমানে যেমন জেনারেল আয়ুব খান সকল বিভাগেরই পরিচালন ভার লইয়া সকলকে শায়েস্তা করিতেছেন, জেনারেল মারুতি একা সে ভার না পাইলেও প্রায় বিভাগেই মারুতি-গুণসম্পন্ন অধি-কর্ত্তার অভাব নাই। পাকিস্থানে কত প্রধান মন্ত্রী বাহাল হইলেন, কত চলিয়া গেলেন কিন্তু ভারতে সেই প্রথম দিন হইতেই এক প্রধান মন্ত্রীই বিরাজ করিতেছেন। অন্য কেহ বলুক আর নাই বলুক কর্ত্তারা আত্মপ্রশংসায় মত্ত। ইঁহারা আপনি রাঁধেন আপনি খান—আপনার রান্নায় বলিহারী যান। এঁদের অধিকাংশ গুণই ছাই চাপা আছে। সময় সময় সে সব গুণ উদ্ঘাটিত যে না হয়েছে তা নয়। তবুও লজ্জা খুব কাহিল করতে পারেনি এঁদের। ইঁহারা সাধারণের টাকার আদ্য শ্রাদ্ধ করেন নাই তবে দানসাগর করিয়া খোলাংকুচির মত টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া দেশ বিদেশে "ঋণং দেহি! ঋণং দেহি!" বলিয়া ফিরিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। ইঁহাদের তুঙ্গ স্থানীয় এক মহামানব ইঁহাদিগকে অনাহারে আত্মহত্যা করিবার বুজরুক দেখাইয়া শত্রুকে বশ করিবার জন্য এই অন্নের কাঙাল সাধারণের পঞ্চান্ন কোটি টাকা অনর্থক অপব্যয় করিয়া দেশের যে ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন তাহার নিন্দা করার অধিকার কাহারও নাই।

এখনও পাকিস্থান এক মুষ্টে এত টাকা পরের কবলে ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নিক্ষেপ করার ধৃষ্টতা দেখাইতে পারে নাই।

একই দিনের ভূমিষ্ঠ দুই সহোদর এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ্। অল্প সামান্য কয়েক মাস আগে পাকিস্থানের ৮৪ হাজার মণ গম সামালদার প্রধান মন্ত্রী ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে বেশ ঠকাইয়া চাতুর্য্যের খেলায় হারাইয়া দিয়াছেন। হায় হনু তোমার ভারত ঠকান ভেল্কীর শেষ পরিণতি এই! জেনারেল আয়ুব খাঁর গুঁতোর চোটে বেসামাল হইলে! কাঙাল বধে পাকিস্থান ও না-পাকস্থান দুই সমান। হিংস অহিংসে কোন তফাৎ নাই।

বিজয়ার কোলাকুলি

—০—

এসো, গুরুজন আছ যত,
হই সবাকার পদে নত,
লই শিরে তুলি পদধূলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এসো, সমসাময়িক যারা,
এ যে বাঙলার চিরধারা,
এসো, মতভেদাভেদ ভুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এসো, স্নেহের পাত্র যত,
ছুটে কাছে এসো অবিরত,
স্নেহে বুকে লই সবে তুলি
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এসো লাট, এসো মন্ত্রী,
যত শাসন-যন্ত্রে যন্ত্রী,
এসো কেরাণী, ঝাঁকা-কুলি
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এসো সৌখীন, এসো শিকারী,
এসো ধনবান, এসো ভিকারী
কাঁধে লইয়া ভিক্ষা-ঝুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এসো বিচারক, এসো শাসক
এসো কোতোয়াল, মহাত্রাসক,
এসো ফাঁসিয়ারা, এসো শূলী !
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এসো ডাকাইত, এসো তস্কর,
এসো জাহাজ-খালাসী নস্কর।
আজ ছোট বড় ভেদ ভুলি
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এসো কয়েদী, এসো পাহারা,
এসো যেখানে রয়েছ যাহারা
রয়েছি দু'হাত তুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি

কয়েক মাস হইতে সহর ও পল্লীগ্রামে ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, অক্ষম ছাড়াও অনেক যুবক যুবতীও এই দলে যোগদান করিয়া নিরীহ গৃহস্থগণকে উৎপাত করিতেছে।

প্রতিবাদ পত্র

গত ৭ই আশ্বিন (১৩৬৫) তারিখে "জঙ্গিপুর সংবাদে" মিঠিপুর ইউঃ বোর্ডের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তির এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্র পাঠ করিলেই তাহার অভিযোগ যে একেবারেই মিথ্যা তাহা প্রমাণিত হইবে। ইহা একটা দলীয় ব্যাপার মাত্র। নাম প্রকাশ করিলে জনসাধারণ ইহা দলীয় ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে পারিবে বলিয়া নাম প্রকাশ করে নাই। যাহা হউক আমি তাহার অভিযোগ সম্বন্ধে নিম্নে জানাইতেছি।

(১) সভ্যপদ প্রার্থীর জন্য দরখাস্ত করার শেষ তারিখের পূর্ব্বে ৩।৯।৫৮ তারিখে মাননীয় সার্কেল অফিসারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রতি গ্রামে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কোথায় ভোটার তালিকা জনসাধারণের অবগতির জন্য লটকাইয়া রাখা হইয়াছে। বোর্ড অফিসে উক্ত তারিখ হইতে অদ্যাবধি লটকাইয়া রাখা আছে এবং ইলেকসনের তারিখ পর্য্যন্ত থাকিবে। দরখাস্ত করার শেষ তারিখ পর্য্যন্ত যদি ভোটার তালিকা প্রকাশ না হইয়া থাকে তবে কি করিয়া এইবার ৪৪।৪৫ জন নির্ব্বাচন প্রার্থী হইলেন। কোন প্রার্থীরই দরখাস্ত বাতিল হয় নাই। এই বোর্ডের বাহিরের লোকের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টির জন্যই এই পত্র লেখা। ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(২) শিক্ষার যোগ্যতার জন্য কতক লোককে ভোটার শ্রেণী ভুক্ত করা হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক। ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি উক্ত যোগ্যতায় ভোটার হইবার জন্য লিখিত বা মৌখিকভাবে জানাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ভোটার শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। এবং উক্ত ভোটার তালিকা তৈয়ারীর পর যাঁহারা লিখিতভাবে মাননীয় সার্কেল অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাঁহারাও সকলেই ভোটার হইয়াছেন। শিক্ষার যোগ্যতায় যাঁহারা ভোটার হইয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই সকলেই গত নির্ব্বাচনে উক্ত যোগ্যতায় ভোটার ছিলেন। কিছুই অভিযোগ করার নাই তাই মিথ্যা করিয়া কাগজে ছাপাইবার জন্য অবান্তর উক্তি করিয়াছে।

(৩) পত্র লেখক আর একটী গুরুতর অভিযোগ করিয়াছে তাহা এই যে মাননীয় সার্কেল অফিসারের শীল মোহর ও সহিযুক্ত ভোটার তালিকার সহিত বোর্ড হইতে প্রাপ্ত ভোটার তালিকার কোন সাদৃশ্য নাই। যদি বোর্ড হইতে ঐরূপ কোন ভোটার তালিকা পাইয়া থাকেন তাহা মাননীয় মহকুমা শাসক মহাশয়ের নিকট উক্ত তালিকা দাখিল করিলে তিনি আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। হয় তিনি মহকুমা শাসক মহাশয়ের নিকট উক্ত ভোটার তালিকা দাখিল করিবেন না হয় জনসাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ দিবেন কি কারণে এরূপ মিথ্যা পত্র প্রচার করেন। কোন স্থানে লিখিয়াছে ভোটার তালিকা ২২।৯।৫৮ দরখাস্ত করার শেষ তারিখ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই কোন স্থানে লিখিয়াছে ভোটার তালিকার নানান প্রকার ভুল রহিয়াছে। তাহার উক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা মিথ্যা প্রচার ছাড়া কিছুই নহে।

ইতি— ভূপতিভূষণ সিংহ রায়, প্রেসিডেন্ট
৫নং ইউঃ বোর্ড মিঠিপুর।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই নভেম্বর ১৯৫৮

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

২৪ খাঃ ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দিং দেং খুদীরাম মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ৬৭ টাকা ২২ নঃ পঃ থানা সামসেরগঞ্জ মৌজে সেরপুর ৩২ শতকের কাত ৪৵১০ আঃ ২৫৲ খঃ ১৯৭

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৩৪২ খাঃ ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দিং দেং আবুল হোসেন দিং দাবি ৭৪ টাকা ৭৭ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বালিঘাটা ৭-২২ শতকের কাত ৮॥/৪ পাই আঃ ৫০৲ খঃ ৮৩

১৯৫৮ সালের ডিক্রীজারী

২৬ মনি ডিঃ ভোলানাথ দাস দেং নিমাইচন্দ্র রায় মৃতান্তে ওয়ারিশ পুত্রগণ পঙ্কজকুমার রায় দিং দাবি ৮৮ টাকা ১২ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে কান্তনগর ৬০ শতকের কাত ১৲১ পাই খঃ ৫০৭ অধীনস্থ খঃ ৭০৮ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে কিসমতগাদী ১৫১ শতকের কাত ২।৩ পাই খঃ ২৩৭

১৪৮ খাঃ ডিঃ হেমন্তকুমার বাগচী দিং দেং সুরেশচন্দ্র রায় দাবি ২৫৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পাঁচনপাড়া ১৫৩ শতকের কাত ৯৲ টাকায় দরখাস্তকারীগণের নিজাংশে ১/০ আঃ ৫৲ খঃ ৪১৭ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৭ খাঃ ডিঃ গোপালচন্দ্র দাস দেং রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দাবি ৫৯ টাকা ৭৮ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১৩ শতকের কাত ১৫/০ ১৩ শতকের মধ্যে ৪ শতক দালান সংলগ্ন খোলা জায়গা আঃ ৫০৲ খঃ ৪৮৬

৫৩ খাঃ ডিঃ মহুরী বিবি দেং রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দাবি ২২২ টাকা ৯৫ নঃ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১৩ শতক দালানের কাত ১৫/০ আঃ ১০০৲ খঃ ৪৮৬

১৩৩ খাঃ ডিঃ ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁর ট্রাষ্ট এষ্টেটের ট্রাষ্টী গণেশচন্দ্র খাঁ দিং দেং গোপালচন্দ্র রায় দাবি ১৯ টাকা ২৩ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে গাম্ভিরা ১৭ শতকের কাত ২॥০ আঃ ৫৲ খঃ ৬৪১।৬৪২

১৩৬ খাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১২ টাকা ৯৯ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে ঐ ১৭ শতকের কাত ২॥০ আঃ ৫৲ খঃ ৬৪১।৬৪২

১৩৪ খাঃ ডিঃ ঐ দেং সরমারাণী চৌধুরাণী দিং দাবি ২৮ টাকা ৫ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে ঐ ৩০-৭৩ শতকের কাত ৪৪৫৬ আঃ ২০৲ খঃ ২২৮ মৌজে পাঁচগাছি খঃ ৭১

১৩৭ খাঃ ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮০ টাকা ৫ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে ঐ ৩০-৭৩ শতকের কাত ৪৪৫৬ আঃ ৫০৲ খঃ ২২৮ মৌজে পাঁচগাছি খঃ ৭১

১৩৫ খাঃ ডিঃ ঐ দেং আশুতোষ সাহা দিং দাবি ১৮ টাকা ২৬ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে রাতুরী ৫৯ শতকের কাত ৪।৵০ আঃ ১০৲ খঃ ৩৪৭

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত